হোমিওপ্যাথিতে শিশু চিকিৎসা

ডাঃ মোঃ আবদুল গণি

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	এব্রোটেনাম	২৫
২।	এলিয়াম সেপা	১২
৩।	এলুমিনা	১৭
৪।	এমন কার্ব্ব	১৮
৫।	এসিড নাইট্রিক	২৩
৬।	এসিড ফস	২২
৭।	আর্জ্জেন্ট নাইট্রিকাম	১৮
৮।	অরাম মেটালিকাম	১৯
৯।	ব্যাসিলিনাম	২৯
১০।	ব্যারাইটা কার্ব্ব	১৪
১১।	বোরাক্স	২০
১২।	বিউফোরানা	১৪
১৩।	ক্যালকেরিয়া কার্ব্ব	২০
১৪।	ক্যালকেরিয়া ফস	২০
১৫।	কার্ব্বো ভেজ	২৮
১৬।	কষ্টিকাম	২২
১৭।	ক্রোটেলাম হরি	১৪
১৮।	ফেরাম মেটালিকাম	০০
১৯।	হিপার সালফার	৬৬
২০।	আয়োডাম	২৮
২১।	কেলি-কার্ব্ব	৩১
২২।	কেলি-আয়োড	৩৪

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২৩।	ক্রিয়োজোট	১২
২৪।	ল্যাকেসিস	৪৯
২৫।	লাইকোপোডিয়াম	১১
২৬।	ম্যাগ্নেশিয়া কার্ব্ব	৩৫
২৭।	মেডোহ্রিনাম	৩৮
২৮।	মার্ক সল	১৪
২৯।	মেজেরিয়াম	৪১
৩০।	ন্যাজা বা কেব্রো	১৪
৩১।	ন্যাট্রাম মিউর	৪২
৩২।	ন্যাট্রাম সাল্‌ফ	৪৩
৩৩।	ওপিয়াম	৪৪
৩৪।	পেট্রোলিয়াম	৪৪
৩৫।	ফসফরাস	৪৫
৩৬।	ফাইটোলাক্কা	৪৭
৩৭।	পডোফাইলাম	৪৮
৩৮।	সোরিনাম	৫০
৩৯।	স্যানিকিউলা	৫৩
৪০।	সার্সাপেরিলা	৫৪
৪১।	সাইলিশিয়া	৫৫
৪২।	স্পঞ্জিয়া	৫৭
৪৩।	সালফার	৫৮
৪৪।	সিফিলিনাম	৬৫
৪৫।	থুজা	৬৬
৪৬।	টিউবারকুলিনাম বোভিনাম	৬৭

সূচিপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	শিশুদের শীর্ণতা পীড়া	৭৪
২।	দন্তোদগমকালে পীড়া	৭৭
৩।	মুখের ঘা	৭৯
৪।	তোত্‌লামী	৮২
৫।	শিশুদের নাভী শুকাতে লিম্ব হওয়া	৮৩
৬।	বিলম্বে হাঁটা	৮৪
৭।	পোলিও	৮৫
৮।	কোষ্ঠবদ্ধতা	৮৭
৯।	দুধবাড়া হাগা	৮৮
১০।	বমি	৯১
১১।	উদরাময়	৯২
১২।	আমাশয়	৯৫
১৩।	রক্তামাশয়	৯৮
১৪।	বায়ুনালী প্রদাহ (ব্রঙ্কাইটিস)	১০৪
১৫।	শিশু কলেরা	৯৯
১৬।	সর্দ্দি	১০১
১৭।	নিয়োমোনিয়া	১০৯
১৮।	ঘুংড়ী কাশি	১১১
১৯।	হুপিং কাশি	১১৫
২০।	অজ্ঞান হওয়া	১১৮
২১।	মস্তিষ্কে জল জমা	১২১

ক্রমিক	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২।	মাম্প্স্ (Mamps)	১২৩
২৩।	টনসিলাইটিস	১২৫
২৪।	ক্রিমি	১২৭
২৫।	কান পাকা	১২৯
২৬।	বিছানায় প্রস্রাব করা	১৩০
২৭।	বিসর্প	১৩২
২৮।	লোহিত জ্বর	১৩৩
২৯।	শিশুদের পেট বেদনা	১৩৭
৩০।	অরুচী	১৩৮
৩১।	নবজাত শিশুর প্রস্রাব বন্ধ হওয়া	১৩৯
৩২।	ব্রহ্মতালু জোড়া লাগতে দেরী হওয়া	১৩৯
৩৩।	শিশুদের খিঁচুনী	১৪০
৩৪।	শিশু যকৃত	১৪৩
৩৫।	অস্থি পীড়া	১৪৮
৩৬।	শিরোক্ষত	১৫২
৩৭।	শিশুদের ক্রন্দন পীড়া	১৫৪
৩৮।	হাম (Measls)	১৫৫
৩৯।	গর্ভস্থ ভ্রুনের চিকিৎসা	১৫৯
৪০।	শিশু হাঁপানী	১৬০
৪১।	পরিশিষ্ট	১৬৯

প্রথম অধ্যায়

শিশুকাল মানব জীবনের প্রথম অধ্যায়। প্রত্যেক শিশুই জন্মগতভাবে বংশজ দোষ বা বিষ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। জীবনের শুরু হতেই যদি এই দোষ বা বিষকে নষ্ট করে দেয়া যায় তাহলে তার পরবর্তী জীবন সুখময় ও নিরোগাবস্থায় কাটে। নানা পাপের নানা ক্রিয়া কলাপের ভেতর দিয়ে পূর্বপুরুষ এবং পরবর্তী বংশধরদের ভেতর নানা বিষ সঞ্চারিত হয়। যেমন, কোন ব্যক্তির একবার গণোরিয়া হলে ও তা চাপা পড়লে তার ভেতর যে বিষের সঞ্চার হবে, দুইবার গণোরিয়া অর্জন ও চাপা পড়লে তার শরীর অন্য রকম ভাবের বা ডবল ভাবে বিষান্বিত হবে। আবার তার সাথে সিফিলিস হয়ে চাপা পড়লে তার শরীরে এবং বংশধরদের শরীরে অন্য রকমের বিষ জন্ম নেবে। অন্যদিকে শুধু সিফিলিস ১ বার বা ২ বার চাপা পড়লে তার অন্য রকম বিষ দেহে জন্ম নেবে। তার সাথে গণোরিয়া যোগ হলে সে বিষ সঞ্চারিত হয় ও সে বিষের যে ক্রিয়া সে দেহে তাই হয় এবং যার যে রোগ তৈয়ার করার ক্ষমতা সে তাই করে।

মিশ্রণের তারতম্য হেতুই বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়। পিতৃবংশের দোষও মাতৃবংশের দোষহীনতা বা মাতৃবংশের দোষ ও পিতৃবংশের দোষহীনতার মিশ্রণে বা এর ফাঁকে অবৈধ কোন সঙ্গমের ফলে তথা হতে আহরিত বিষ পিতামাতার দোষ-অদোষের সাথে মিশ্রিত হয়ে যে শিশুর ভেতরে যে বিষ তৈরি হওয়ার প্রাকৃতিক নিয়ম তাই হয়।

উক্তভাবে কোন শিশুতে **লাইকোপোডিয়াম** সদৃশ বিষ জন্ম নিলে সেই শিশুর দেহ লম্বাটে হয়। নিম্নাঙ্গ পুষ্ট কিন্তু উর্দ্ধাঙ্গ শীর্ণ ; নিদ্রার পর তার মেজাজ ভয়ানক খারাপ হয়। চেতন পেয়ে যাকে কাছে পায় তাকেই লাথি মারে ও কান্নাকাটি করে। অন্য কোন শিশুকে অনর্থক থুথু বা কিল চড় দিয়ে দৌড় দেয়। টিফিনের পয়সা দিলে কৃপণতার জন্য না খেয়ে পয়সা জমা করে। বয়স্কগণ বাজারে নিকৃষ্টতম সওদা (পোকা খাওয়া তরিতরকারী বা পচা মাছ মাংস বা কম মানের কাপড়-চোপড় ক্রয় করে পয়সা বাঁচায় (হাতে পয়সা থাকা সত্ত্বেও)। ক্ষুধা হয় অথচ সামান্য আহারে উদরপূর্তি মনে করে। রোগ যা হয় তা বিকেল ৪টা হতে রাত ৮টার মধ্যে বৃদ্ধি পায়। রোগ প্রথমে ডান পার্শ্বে আক্রমণ করে। পরে বাম পার্শ্বে যায় বা নাও যেতে পারে। এমনিতে সে গরম সহ্য করতে পারে না, কিন্তু খাদ্যখানা গরম গরম পছন্দ করে। বিকালে ডান পার্শ্বের শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়। এই রতম শিশুকে লাইকোপোডিয়াম উচ্চ শক্তি সম্ভাব্য সময়ান্তর সেবন করালে তার শরীরস্থ লাইকোপোডিয়াম সদৃশ বিষ নষ্ট হয়ে সুস্বাস্থ্য ও

মেধাবিশিষ্ট হয়ে পরবর্তী জীবনের সম্ভাব্য অনেক রোগ তিরোহিত হয়।

যে বিষ পরবর্তী জীবনে রোগ তৈরি করবে সেই যদি নষ্ট হয়ে যায় তবে কে রোগ তৈরি করবে? কিন্তু তা না করে তার সমস্ত লক্ষণের উপর ঔষধ না দিয়ে আংশিক কোন রোগের জন্য কোন ঔষধ দিলে সামগ্রিকভাবে ঐ বিষ নষ্ট হয় না। আংশিক রোগ আরোগ্য করতে যেয়ে যে ঔষধ ব্যবহার করা হয় তা শরীরস্থ বিষের সাথে মিশ্রিত হয়ে নূতন আরেক যৌগিক বিষে পরিণত হয়ে আরো অধিকতর অনিষ্ট ঘটায়। যেহেতু প্রত্যেক মিশ্রণই যৌগিকাকার ধারণ করে। কিন্তু সমক্রিয়াশীল দু'টি বস্তু একত্র হলে যৌগিকাকার না হয়ে উভয়টি ধ্বংস হয়। যেমন পেঁয়াজর ঝাঁঝালতায় নাক চোখ দিয়ে পানি পড়ে। অনবরত হাঁচি হতে থাকে। নাকে জ্বালার সৃষ্টি হয়। কোন লোকের উক্ত নাক চোখ দিয়ে পানি পড়া, নাকে জ্বালা ও হাঁচিপূর্ণ সর্দ্দি লাগলে পেঁয়াজ বা এলিয়াম সেপা সেবনে অতি দ্রুত সে সর্দ্দি ভাল হয়ে যায়। এখানে পেঁয়াজ এবং পেঁয়াজ সদৃশ সর্দ্দি-বিষ সমক্রিয়াশীল বলে দুটোই ধ্বংস হয়ে সর্দ্দি আরোগ্য হয়ে যায়। যৌগিক রূপ নেয় না। ফলে কোন অনিষ্টও হয় না। কিন্তু উক্ত প্রকার সর্দ্দিকে **এলিয়াম সেপা** ছাড়া অন্য কোন ঔষধ ব্যবহারে যৌগিক রূপ নেবে। তখন প্রত্যেক মিশ্রণ যৌগিক রূপ নেয়-সেই ফরমূলায় পড়বে এবং সেই অনুপাতে পরবর্তী ক্রিয়া হবে। কিন্তু সমক্রিয়াশীল বস্তুর মিশ্রণ সে ফরমূলায় ক্রিয়া করে না। তাই নির্মল আরোগ্য হয়।

আবার কোন শিশু **ক্রিয়োজোট** বিষ নিয়ে জন্ম নিলে সেই শিশুর দেহও একটু লম্বাটে হবে (লাইকোর মত) বটে, তবে তার শাররীক রং হবে কাল এবং মন মেজাজ লাইকোর মত না হয়ে সে হবে অত্যধিক আব্দারী ও সন্তুষ্টিহীন। অর্থাৎ সে ক্রমাগত একটার পর একটা দ্রব্যের বায়না ধরবে এবং সেটি পাওয়ার পর আবার আরেকটা চাইবে। পূর্বেরটি ফেলে দিবে এবং কান্নাকাটি করবে। কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। তার মুখ, প্রস্রাব, বমি, মল, সব দুর্গন্ধযুক্ত হয়। ঘুমের মধ্যে বিছানায় প্রস্রাব করে। মুখ হতে লালা ঝরে। তার সমস্ত স্রাব ঝাঁঝাল থাকায় (ক্ষতকারী) লালা ঝরে ঠোঁটের কোণ, মূত্রস্রাবে মূত্রপথ ক্ষতের মত হয়। মুখে ঘা হয়। দাঁত লাইন ছাড়া গজায়। মাড়ি হতে রক্তস্রাব হয়। স্রাব যেখানে লাগে সেখানে চুলকায়। জ্বালা করে বা ক্ষতযুক্ত হয়। (বয়স্কা মহিলার সহবাস কালে রক্তস্রাব হয়)।

দ্বিতীয় প্রকার শিশুকে ক্রিয়োজোট উচ্চ শক্তি সেবন করালে শিশুটি তো আরোগ্য হয়ই সেই সাথে তার পরবর্তী জীবনের বহু কঠিন রোগ (টি, বি, ক্যান্সার পর্যন্ত) আসা বারিত হয়ে যায়।

পর্য্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে অনবরত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা অথচ সন্তুষ্ট না হওয়া মন

লক্ষণের পেছনে থাকে টি,বি, বা ক্যান্সার। অর্থাৎ যে শরীরে সে বিষের দরুণ আকাঙ্কা থাকে, কিন্তু সন্তুষ্টি থাকে না সেই দেহে টি, বি, বা ক্যান্সার আসতে দেখা যায়। আবার যে শরীরে আঠাল স্রাব (যে স্রাব স্রাবকালে দড়ির মত লম্বা হয়ে ঝুলে) দেখা দেয় সে দেহেও টি, বি, বা ক্যান্সার আসতে দেখা যায় (কেলি-বাই, হাইড্যাষ্টিস-(Kali Bich. Hydrastisc)।

প্রশ্ন হতে পারে সন্তুষ্ট বৃত্তির সাথে রোগের কি সম্পর্ক? উত্তরে বলতে হয়-সমস্ত রোগের মূলে পাপ (বংশজ বা নিজস্ব)। পাপের মূলে মনোবৃত্তি। মনের প্রধান শাখা ৩টি-ইচ্ছাবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মরণবৃত্তি। এদের ভেতর আবার দয়া, মায়া, হিংসা, দ্বেষ, রাগ, ভয়, আরও অনেক কিছু। মনের যে অংশের অন্যায় ব্যবহার হবে সেই অংশের সাথে সংশ্লিষ্ট দেহ যন্ত্রেই রোগ আসে-তা আমরা বুঝি বা না বুঝি। যেমন বুদ্ধিবৃত্তির এক শাখা হোল বিচার বিভাগ। কোন বিষয় জেনে, শুনে, প্রমাণ নিয়ে, বিচার বিবেচনা করে, গ্রহণযোগ্যকে গ্রহণ করা ও ত্যাজ্যকে ত্যাগ করা বিচার বিভাগের কাজ। কণ্ঠনালী হতে মলমূত্রদ্বার পর্য্যন্ত অন্ননালী ক্রিয়াও তদ্রুপ। একটা দ্রব্য গলধঃকরণের আগ পর্য্যন্তই ব্যক্তি ক্ষমতা। ইচ্ছা করলে গিলতেও পারে। ইচ্ছা করলে ফেলতেও পারে। কিন্তু একবার গিলে ফেললে আর কোন ব্যক্তি ক্ষমতা থাকে না। গিলিত দ্রব্য যথা বিহিত অন্ননালী বেয়ে পাকস্থলীতে যাবে, সেখান হতে অন্ত্রের বাঁকে বাঁকে ঘুরতে ও হজম হতে থাকবে, আর শরীর যেটুকু গ্রহণযোগ্য তা গ্রহণ করবে ও ত্যাজ্যকে মল-মূত্রদ্বার দিয়ে ত্যাগ করবে। অতএব কেউ যদি বিচারে অবিচার করে তবে তার রোগ ২ দিন আগে বা পরে, ঐ অন্ননালীতেই আসবে। ইচ্ছাবৃত্তির অপলাপ করে কেউ বেশ্যা বা কলগার্লে উপগত হলে যে যন্ত্রটি ঐ পাপকার্যে প্রত্যক্ষভাবে ক্রিয়া করে থাকে রোগ সেই যন্ত্রেই আসে। তাই গণোরিয়া-সিফিলিসের প্রথম বিকাশ লিঙ্গে হয়ে থাকে। প্রসঙ্গতঃ প্রমাণ হয়-মনের যে কোন বৃত্তির অপলাপে রোগের উৎপত্তি। অতএব অসন্তুষ্টিরূপ মানসিক লক্ষণের পেছনে যে রোগ থাকবে তা অসম্ভব নয়, বরং অবশ্যম্ভাবী। আরো দেখা যায় যে কোন রোগ হলেই মনের কোন না কোন পরিবর্তন হয়ই হয়। রোগের সাথে মনের যেখানে এত অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক সেখানে মনকে বাদ দিয়ে চিকিৎসা করলে কোন দিনই তা নির্দোষ আরোগ্য হতে পারে না। হোমিও বিজ্ঞানেও দেখা যায় যে সমস্ত ঔষধের পরীক্ষাকালে মানসিক লক্ষণ প্রষ্ফুটিত হয়েছে তাদের দ্বারা কঠিন ও বংশগত রোগ অধিকতর নির্দোষ আরোগ্য হয়। যাদের পরীক্ষা কালে মনোলক্ষণ প্রষ্ফুটিত হয়নি তারা গভীর ভাবে ক্রিয়া করতে প্রায়ই পারে না। তাই তারা তরুণ রোগে বেশী ব্যবহার হয়। বংশগত রোগ চিকিৎসায় তাদের কমই লাগে।

যে শিশু **ব্যারাইটা কার্ব** (Baryta Carb) সদৃশ বিষ নিয়ে জন্ম নেয় তার বুদ্ধি বৃত্তি এমনভাবে স্থগিত ও স্থূল হয়ে যায় যে, সে হামাগুড়ি, হাঁটা, কথা বলা, সব কাজই বিলম্বে শেখে। বই পড়ে কিছু মনে রাখতে পারে না। ফলে স্কুল হতে পালায় বা স্কুলে যায়ই না। শত মেরেও তাকে পড়ানো যায় না। কিন্তু যতি অভিভাবকগণ জানতেন যে ব্যারাইটা কার্ব্ব শিশুটিকে বুদ্ধি দিতে পারে, লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারে, তাহলে হয়তো তাঁরা শিশুটিকে অনর্থক মারধর না করে চিকিৎসা করাতেন। তার শরীরও বাড়ে না। মাঝে মাঝেই টনসিলাইটিসে আক্রান্ত হয়। অপরিচিত লোক দেখে গৃহাভ্যন্তরে পলায়ন করে।

আবার আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ সর্পবিষ **ক্রোটেলাস** (Crotalus) সদৃশ বিষ নিয়ে জন্ম নিলে সেই শিশু সাধারণতঃ দারুণ হেমাটেলিয়ায় আক্রান্ত হয় বা অন্য কোন ভীষণ রক্তস্রাবীয় রোগে ভোগে। সে রক্তের এমনি স্রাব ঘটাতে পারে যা প্রতি লোমকূপ হতেও ক্ষরণ হতে পারেঃ ব্লাড ক্যান্সার তৈরি করাও তার পক্ষে বিচিত্র কিছু নয়। **কোব্রা** (Cobra) বা ন্যাজা (Naja) বা গোখরা সাপের বিষযুক্ত শিশুর পরবর্তী জীবনে হৃদপিণ্ড বড় হয়ে যায় ও হাই ব্লাড প্রেসার আসে।

প্রশ্ন হতে পারে–মানুষ আবার সাপের বিষ নিয়ে জন্ম নেয় কিরূপে? হ্যাঁ, নেয়। সিফিলিসের বার বার মিশ্রণ ও চাপা পড়ায় তাও মানব শরীরে জন্ম নেয়–অর্থাৎ ঐ সমস্ত বিষের যে রকম ক্রিয়া, সেই জাতীয় ক্রিয়াশীল বিষ জন্মে। তা আমরা বিশ্বাস করি বা না করি।

মার্কারি বা পারদ বিষ নিয়ে জন্ম নেয়া শিশু বাম পার্শ্বে বেশী শয়ন করে। মাঝে মাঝেই আমাশয়ে ভোগে, পিপাসা ও ঘর্ম বেশী হয়। মুখ হতে লালা ঝরে। দাঁতে পোকা ধরে। মুখে ও মাড়িতে ঘা হয়। খোস পাচড়ায় ভোগে। ঠাণ্ডা গরম কোনটাই সহ্য করতে পারে না।

বিউফো রানা–(Bufo Rana) (টোড জাতীয় ব্যাঙের ঘাড়ের গ্ল্যান্ড নিসৃত রস) বিষ নিয়ে জন্ম নেয়া শিশু যৌবনে পদার্পণ করে অসম্ভব রকমের হস্তমৈথুন করে শরীরকে ধ্বংস করে ফেলে, তবু সে প্রবৃত্তি হতে ফিরতে পারে না। ল্যাকেসিস (কোনাডার সুরুকুকু সাপের) বিষযুক্ত ব্যক্তি নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য খুন বা জাল দলিল করতেও দ্বিধা করে না। স্বামী স্ত্রীকে অথবা স্ত্রী স্বামীকে অনর্থক সন্দেহ করে সংসার বিষময় করে তুলে। থুজা বিষযুক্ত ব্যক্তি ছল-প্রবঞ্চনা চুরি করে বেড়ায়। হিপার সালফ বিষদুষ্ট রোগী নিরর্থক রাগারাগি করে ও রাগ উঠলেই একটা না একটা ক্ষতি করে–আগুন দেয় বা জিনিস-পত্র ভেঙ্গেচুরে একাকার করে ফেলে। এমন-কার্বের রোগী হঠাৎ হার্টফেল করে

একদিন মরে যায়। আর্জেন্ট নাইট্রিকাম বিষমুক্ত রোগী মৃত্যুভয় বা ভবিষ্যৎ অমঙ্গলাশঙ্কায় অস্থিরভাবে দিন কাটায়। গরম সহ্য করতে পারে না। ফেরাম মেট-এর রোগী খেতে বসে বমি করে বা পায়খানায় দৌড়ায়। অরাম মেট এর (Aurum Mct) (স্বর্ণ) রোগী প্রেমে বঞ্চিত হয়ে আত্মহত্যা করে। এই রকম যে, যে বিষ নিয়ে জন্ম নেয় সেই বিষের ক্রিয়া কলাপের ভেতরেই তাকে দিন কাটাতে বা মরতে হয়।

অথচ শিশুকালেই যতি ঐ সমস্ত বিষের বহিঃ প্রকাশজাত লক্ষণাদি নিয়ে তার প্রতিবিষ দিয়ে বিষটি নষ্ট করা যায় তাহলে পরবর্তী জীবনে প্রায়ই আর কোন কঠিন রোগ হয় না। সৎ, মেধাবী, সহানুভূতিশীল, নিরোগ ও দীর্ঘায়ু মানুষ হিসেবে দিন যাপন করতে পারে।

কিন্তু ভেজাল সৃষ্টি হয়েছে ঠ্যাং-এর পরিবর্তে লাঠি ধরাতে। জার্ম, জীবাণু, ভাইরাস, প্রভৃতিকে রোগের কারণ বলে। অথচ তারা মোটেই রোগের আসল কারণ নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সহায়ক মাত্র বলা চলে। গিবৎ শোনার লোক না থাকলে কেহ কারো গিবৎ করতে পারে না। কোন জার্ম বা ভাইরাস গ্রহণের প্রবৃত্তি কোন শরীরের না থাকলে অর্থাৎ শরীরটি কোনভাবে বিষাক্ত না থাকলে জীবাণু কোন ক্রিয়া ক্রিয়া করে না। স্বামীর হাঁপানীতে চিরজীবন ভোগা ও স্ত্রীর না ভোগা বা স্বামীর বসন্তের গুটির পুঁজ নিজ হাতে গালিয়ে ও শুশ্রুষা করেও স্ত্রীর ভাল থাকা জীবাণুর বাহাদুরি খর্ব করে। আমরা আশা করি মানুষ মরীচীকার পেছনে না ছুটে প্রকৃত রোগের কারণের পেছনে ছুটুক এবং শিশুকালেই যার যার বিষ ধ্বংসকারী চিকিৎসা করে নিজ এবং সমাজকে উন্নত করুক।

নবজাত শিশুর চিকিৎসা

নবজাত শিশুকে এন্টিসোরিক প্রফিলেকটিক ট্রিটমেন্ট (Antipsoric prophylactic treatment) বা সোরা বারক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। সাধারণতঃ ৪ মাসে ৪ মাত্রা ঔষধ শিশুকে সেবন করাতে হয়। ৭ দিন বয়সের দিন ১ মাত্রা, ১ মাস ৭ দিন বয়সের দিন একমাত্রা, ২ মাস ৭ দিন বয়সের দিন একমাত্রা ও ৩ মাস ৭ দিন বয়সের দিন একমাত্রা। ফলে উপূড় হওয়া, হামাগুড়ি দেয়া, হাঁটা, দাঁত গজানো, প্রভৃতি সময়ে শিশু যে সমস্ত কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়, তা আর প্রায়ই হয় না। জন্মগত ভাবে হাড় বা ব্রেইন পুষ্ট না থাকলে তাও পুষ্ট হয় ও ভবিষ্যতের অনেক রোগ হতে রেহাই পায়। জন্মের পরপরই এই চিকিৎসা করা না হয়ে থাকলে ২/৩ বৎসর বয়সের মধ্যে যে কোন সময়ে ৪ মাসে ৪ মাত্রা দিয়ে এই চিকিৎসা করা যায়। আবার গর্ভাবস্থাতেও করা যায়। ২/৩ বৎসরের বেশী বয়স্ক শিশুকে প্রথম বর্ণিত পর্য্যায়ে চিকিৎসা করতে হয়। এই চিকিৎসায় শিশুর বর্তমান মানসিক ও সার্বীদহিক লক্ষণ সহ বংশজ রোগজ ইতিহাসের বিশেষ প্রয়োজন।

নিম্নে একটি কেসহিষ্ট্রি দেয়া হোলঃ-

বালিকার নাম- সুইটি। বয়স ৩ বৎসর। পিতাঃ মোঃ শফি উদ্দীন। গ্রাম কয়া। পোঃ কেন্দুয়া বাজার। জিলা-টাঙ্গাইল। তারিখ ১-১২-৮৪। প্রধান রোগ আঁচিল। জন্মের প্রায় ১ বৎসর পর হতেই পিঠে, হাতে, নানাস্থানে আঁচিল উঠতে থাকে। আগে তার অধিকাংশগুলোই পেকে ভাল হয়ে যেত এবং আবার হোত। কিন্তু ইদানিং তা হতে এত রক্তস্রাব হয়, যা দেখে ভয় হয় যে, এত বেশী রক্তস্রাব হলে এতটুকু মেয়ে বাঁচবে কি করে? প্রথমতঃ ২ মাস অন্তর থুজা ১০০০ শক্তিতে ২ মাত্রা করে মোট ৪ মাত্রা প্রয়োগ করি। কিন্তু ভাল হোল না। তখন অবিশ্যি রক্তস্রাব ছিল না। ৬ মাস অপেক্ষা করেও কোন ফল না হওয়ায় ১-৬-৮৫ তারিখে রক্তস্রাব বেশী হওয়ায় কষ্টিকাম ১০০০ দুই মাত্রা এবং তার ২ মাস পরে আবার কষ্টিকাম ১০০ দুই মাত্রা প্রয়োগ করি। কিন্তু ভাল তো হোলই না, বরং রক্তস্রাব এত বাড়লো আঁচিল হতে যে, সবাই ভীত হয়ে গেল। পিতা মাতার অসন্তুষ্টি চরমে উঠলো। বাধ্য হয়ে নূতন করে রোগীলিপি প্রস্তুত করি। তাতে মেয়েটির মানসিক লক্ষণে দেখা গেল-বায়নার পর বায়না ধরাই তার স্বভাব। ধনীর দুলালী, তাই বায়না পূরণের খুব একটা অভাব নেই। এক খুটি (ছোট পাত্র) দিয়ে হয়তো খেলছে এর মধ্যেই বায়না ধরল আরেকটি খুটি দিতে হবে। মায়ে হয়তো দিল। ৫/৬ মিনিট সেটা দিয়ে খেলে আবার বায়না ধরল পোড়া মাটি দিতে হবে মশলা বাটার জন্য। তাও দেয়া হোল। আবার বায়না ধরল কচুর ডাটা দিতে হবে। সেটা জবাই করে গোস্ত কুটবে ও পাক করবে (খেলাচ্ছলে)। দেয়া হোল। কতক্ষণ পরে ভাত চাই। তাও দেয়া হোল। আবার চাই জামা। এই ভাবে প্রতিনিয়ত একটা না একটার বায়না আছেই। দিলেও ৫/৭ মিনিটের বেশী সেটা নিয়ে থাকে না। আবার আরেকটা চাই। না দিলেই কান্না। গড়াগড়ি, আরও কত কি। বাপ, মা, বিশেষতঃ মায়ের জীবনের কাজ শেষ। তার জন্য মারধরও করা হয় যওথষ্ট, কিন্তু কাজ হয় না। কিছুক্ষণ কান্নাকাটির পরে বেশরমের মত আরেকটি দ্রব্য চায় ও না দিলে কাঁদতে থাকে। দেহ শীর্ণ ও লম্বাটে। রং ফর্সা, সামান্যতেই ঠাণ্ডা লাগে। ঠাণ্ডা মোটেই সহ্য হয় না।

অতপর-আকাঙ্খা আছে কিন্তু সন্তুষ্টি নেই, লম্বাটে শীর্ণ দেহ, অত্যাধিক রক্তস্রাব ও শীতকাতরতা লক্ষণ ৪টির উপর নির্ভর করে ক্রিয়েজোট ১০০০ শক্তির ২ মাত্রা পর পর দুই দিন প্রাতে খালি পেটে সেবন করতে দেই ১-১১-৮৫ তারিখে। এতে ৩ মাস ভাল থাকার পর আবার ২/৩ টা আঁচিল উঠলে ১-২-৮৬ তারিখে আবার ক্রিয়োজোট ১০০ শক্তি ২ মাত্রা পূর্ব নিয়মে খেতে দেই। আর ঔষধ দিতে হয় নি। এখনো মেয়েটি ভাল।

বায়না ধরার প্রবৃত্তিও অনেক কমে গেছে। আকাঙ্ক্ষা আছে কিন্তু সন্তুষ্টি নেই লক্ষণটি ক্রিয়োজোটের নিজস্ব লক্ষণ; অন্য কোন ঔষধে লক্ষণটি নেই। শীর্ণ লম্বাটে দেহ ও শীতকাতরতা বহু ঔষধে আছে কিন্তু তাদের চাহিদার সাথে অসুন্তুষ্টি নেই। বায়না ধরার অভ্যাস ক্যামোমিলা ও সিনাতে আছে কিন্তু তাদের রক্তস্রাবের বিশিষ্টতা নেই।

এলুমিনা

এলুমিনা বিষ নিয়ে জন্ম নেয় শিশু তামাক, বিড়ির কয়লা, কাঠের কয়লা, পোড়ামাটি, নেকড়া, গোবর, চকপেন্সিল, প্রভৃতি কুখাদ্য খায় এবং তাই তাদের নিকট খুব স্বাদ লাগে। আশ্চর্য্যের ব্যাপার এ সমস্ত কুখাদ্য খেয়ে তার উদরাময় হওয়া তো দূরের কথা বরং কোষ্ঠবদ্ধতায় ভুগে। শীতকালে চর্মপীড়া হয়। নড়াচড়া পছন্দ করে না। মন খুব বিষন্ন থাকে। প্রাতঃকালে নিদ্রা ভঙ্গের পর নিজ মাতাকেও যেন চিনে উঠতে পারে না–এমন একটা ঘোর ঘোর ভাব তার দেখা দেয়। কিছুক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে চেয়ে থাকার পর যেন চিনতে পারে। আলু, ঝাল, মাংস ও লবণাক্ত খাদ্য পছন্দ করে না। রাত্রে মরার মত ঘুমায়। কোষ্ঠবদ্ধের মল তো কোথ ছাড়া বের হয়ই না, এমনকি উদরাময়ের নরম মলও কোথ দেয়া ছাড়া বের হয় না। সর্ব শরীরে শুষ্কতা অনুভব করে। শরীরে মাকড়সার জাল জড়িয়ে আছে বা ডিমের শ্বেতাংশ যেন সমস্ত শরীরে মাখান হয়েছে এবং তা শুকিয়ে যেন সমস্ত শরীর বা চর্ম টানছে–এমন অনুভব করে। চর্মোপরি পিপীলিকা হাঁটার অনুভূতিও থাকতে দেখা যায়। সে ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না। কিন্তু ঠাণ্ডা পানিতে স্নান পছন্দ করে। তার মল প্রায়ই শুষ্ক ও বলের ন্যায় গোল এবং শক্ত। দাঁড়িয়ে মলত্যাগ করলে পায়খানা পরিষ্কার হয় (কষ্টিকাম)। অনেকের মলদ্বারে মাংসবৃদ্ধি থাকে। দুগ্ধপোষ্য শিশুকে মাতৃস্তন ছাড়া অন্য দুধ খাওয়ালে কোষ্ঠবদ্ধে আক্রান্ত হয়। পিপাসা বেশী। প্রচুর পানি পান করে।

এই রকম লক্ষণযুক্ত শিশুর পরবর্তী জীবনে পক্ষাঘাত আসার সম্ভাবনা খুব বেশী থাকে। অথচ শিশু কালেই যথা নিয়মে এলুমিনা সেবনে বিষটি নষ্ট করে দিলে পরবর্তী জীবনে সম্ভাব্য রোগ এড়ানো সম্ভব।

প্রথমে ২০০ শক্তি ১ মাস অন্তর ২ মাত্রা (এক মাত্রা করে), তার ১ মাস পরে হাজার শক্তির ১ মাত্রা। তার ২ মাস পরে হাজার আবার ১ মাত্রা। তার ২ মাস পরে দশ হাজার এক মাত্রা। তার ৪ মাস পরে দশ হাজার আবার এক মাত্রা। তার ৪ মাস পরে ৫০,০০০ এক মাত্রা। তার ৬ মাস পরে ৫০,০০০ আবার ১ মাত্রা। তার ৬ মাস পরে সি, এম, ও তার ১ বৎসর পরে সি, এম, আবার ১ মাত্রা। আর ঔষধ লাগার কথা নয়। তবে যদি এন্টিসোরিক হিসেবে সালফার বা এন্টিটিউবার কুলার দোষ হেতু টিউবার বোডির

প্রয়োজন হয়, সেটা হোল আলাদা ব্যাপার। মনে রাখবেন সবারই যে লাখ শক্তি পর্যন্ত লাগবে, এমন কোন কথা নয়। যে শক্তি প্রয়োগের পর তার কুখাদ্য খাওয়া বন্ধ হবে, অন্যান্য কু-আচার ত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত হবে, সেই শক্তির উপরের শক্তির ১ মাত্রা সেবন করিয়ে চিকিৎসা সমাপ্ত করতে হয়। যেমন হআরে আরোগ্য হলে দশ হাজার ১ মাত্রা বা দশ হাজারে আরোগ্য হলে পঞ্চাশ হাজার ১ মাত্র দিয়ে সমাপ্ত করা উচিত। যাতে করে পুনরায় রোক্রমণ না ঘটে।

এমন কার্ব্ব

এমন কার্ব্ব বা নিশাদল বিষ দুষ্ট শিশুর রাত্রে উভয় নাক বুঁজে যায়। মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস কাটে। নাক বন্ধ থাকার দরুণ শ্বাস-প্রশ্বাসকালে নাকের মধ্যে ঘড় ঘড় বা ঘুতুর ঘুতুর শব্দ হয়। অনেক শি মায়ের পেট হতেই এই অভ্যাস পেয়ে আসে। অর্থাৎ নাক বুঁঝা জনিত কষ্ট ও শব্দ। সর্দ্দি জনিত হোক বা নাকের ভেতর গোটা মত হয়ে হোক রাত্রে উভয় নাক বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি দুনিয়ার যে কোন রোগের সাথে এই লক্ষণটি থাকতে পারে। আবার স্বাধীনভাবে নাক বুঁজাও থাকে। শিশু শীত সহ্য করতে পারে না। সামান্য ঠাণ্ডায় সর্দ্দি হয়। শ্বাস কষ্টের সময় নাকের পাথা উঠাপড়া করে। প্রাতঃকালে হাত মুখ ধৌত করার সময় নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। তাছাড়া শরীরের যেন তোন পথ দিয়ে রক্ত স্রাব হওয়ার অভ্যাস থাকে। রক্তের রং কালচে। দেহ মোটাসোটা ও অপরিস্কার। অলস প্রকৃতির। কান্নকাটি বেশী করে। ডান পার্শ্বে পীড়ার আক্রমণ হয়। সমস্ত স্রাব ঝাঁঝাল। তার ঘামও ঝাঁঝাল। ফলে ঘাম হয়ে বগলের নীচে হেজে যায়। (এসিড-নাই, ক্রিয়োজোট)। নিদ্রার মধ্যে দম বন্ধের ভাব হয়ে হঠাৎ জেগে যায়। তার হৃদপিণ্ড খুব দূর্বল থাকে। তাই অনেকে জীবনের মাঝ পথে হঠাৎ হার্টফেল করে একদিন মরে যায়। অথচ শিশুকালেই এমন কার্ব উচ্চ হতে উচ্চতর শক্তি উপরোক্ত নিয়মে প্রয়োগ করে শরীরস্থ এমন কার্ব্ব সদৃশ বিষটি যদি নষ্ট করা যায় তাহলে পরবর্তী জীবনের দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে না। এমন কার্ব্ব বিষ টিউবার কুলার বংশধরদের ভেতরেই বেশী জন্ম নিতে দেখা যায়। তাই এমন কার্ব্ব উপযুক্ত শক্তিতে প্রয়োগ করেও রোগের পুনরাবৃত্তি ঘটলে টিউবার বোঙি উচ্চশক্তি প্রয়োগে বিষটি চিরতরে নষ্ট হয়।

আর্জেন্ট নাইট্রিকাম

আর্জেন্ট নাইট্রিকাম বিষযুক্ত শিশুর দৈহিক গঠন শীর্ণ। বর্দ্ধন স্থগিত হয়ে বৃদ্ধের মত দেখায়। নবজাত শিশুকে হনুমানের বাচ্চার মত দেখায়। এধরনের শিশু গরম মোটেই সহ্য করতে পারে না। বেশী গরমের দিনে কয়েকবার গোসল করে। খোলা ও ঠাণ্ডা বাতাস পছন্দ করে। ক্ষুধা কম। ভয় খুব বেশী। তাড়াতড়ি খায়, তাড়াতাড়ি